মীনার স্বপ্ন

খোন্দকার তাজউদ্দিন

মীনা নারী সমাজ সচেতনতার মূর্ত প্রতীক। কার্টুন হলেও আমাদের সমাজের প্রতিবিম্ব। মীনার কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এ দেশের হাজার হাজার বালিকা শিশুর না বলা কথা প্রকাশ পেয়েছে। শিক্ষা, অধিকার, স্যানিটেশন, যৌতুক প্রথা, চিকিৎসা, বাসস্থান, সততা, নিষ্ঠাসহ বিভিন্ন বিষয়ে নারী সমাজকে সচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে মীনার কার্টুন আমাদের সমাজে অর্থবহ পরিবর্তন আনার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। মীনা কার্টুন নয়, আমাদের সমাজেরই বাস্তবচিত্র। মীনা দেখতে গ্রামের আর দশটা মেয়ের মতোই। তবু কখনো কখনো তার কর্মকান্ড একেবারেই আলাদা। যখন প্রাণবন্তভাবে কথা বলে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো চারপাশের মানুষ ওর কথা শোনে। ১৩ বছর ধরে টেলিভিশনে দেখতে দেখতে কিংবা বই পড়ে এ দেশের শিশু কিশোররা দারুণভাবে ভালোবেসে ফেলেছে।

মীনা দিবস পালনের ৮ বছর পূর্তি এবং আন্তর্জাতিক মীনা দিবস ২০০৫ উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা ঝিনুক বিদ্যাপীঠ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কথাগুলো বললেন অতিথিরা। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোঃ মইনুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ নূরুল ইসলাম, মো: মনসুর উদ্দিন মোল্লা, রেবেকা সুলতানা, সাপ্তাহিক ২০০০ প্রতিনিধি খোন্দকার তাজউদ্দিন, নাসরিন আক্তার প্রমুখ।

তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে মীনা বিষয়ক অংকন, শিশু একাডেমী পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মীনা বিষয়ক গান, নাটক, নাচ, উপস্থিত বিতর্ক, উপস্থিত বক্তব্য অনুষ্ঠিত হয়। মেলার শেষ দিন ২৬ সেপ্টেম্বর বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মীনার জন্ম কথা : ১৯৯২ সালে ইউনিসেফের উদ্যোগ কার্টুন চরিত্র হিসেবে ৯ বছর বয়সী মীনার জন্ম। এ ব্যাপারে ইউনিসেফের কমিউনিকেশন অফিসার শামসুদ্দিন আহমেদ এবং প্রজেক্ট অফিসার (কমিউনিকেশন) শিরিন হোসেন সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'সার্কভুক্ত দেশগুলোতে ১৯৯০ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত কন্যা শিশু দশক পালিত হয়। ইউনিসেফের মীনা কমিউনিকেশন ইনসিয়েটিভ (এমসিআই) নিরক্ষরতা, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, পরিবারে কন্যা আর পুত্র সন্তানদের মধ্যে খাদ্য ও কাজের অসম বন্টনসহ অসংখ্য সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী চরিত্র হিসেবে মীনাকে তুলে ধরে। স্বল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশসহ সার্কভুক্ত সাতটি দেশে শিশু-কিশোরদের প্রিয় কার্টুন হয়ে ওঠে মীনা। মীনা আমাদের নারী সমাজকে সামনে এগিয়ে নেয়ার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত। মীনার জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করে ১৯৯৮ সালে সার্কের পক্ষ থেকে মীনা দিবস ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য, মীনা স্লোগান ২০০৫ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে 'ছেলে ও মেয়ে শিশুর সমান সুযোগ, আনবে বয়ে পরিবারের শান্তি ও সুখ।'

শিক্ষায় মীনা : মীনার কার্টুন পর্বে মীনার সঙ্গে ভাই রাজু ও টিয়া পাখি মিঠু সমান জনপ্রিয়তা পেয়েছে। চুয়াডাঙ্গা জেলার ঝিনুক বিদ্যাপীঠ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শেফালী খাতুন সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'শিশুদের নামতা শেখানোর ক্ষেত্রে মীনার পাখি মিঠু বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। পাখির মুখে 'দু এক-এ দুই, দুই-গুণে চার, নামতা শুনতে শুনতে এখন শিশুরা মজা করে নামতা পড়ে। ইউনিসেফের গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায়, দেশের ৬ শতাংশ শিশু-কিশোর বিশ্বাস করে মীনা সিরিজ দেখার পরে তার বাবা-মা তাদের স্কুলে পাঠিয়েছে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় মীনা : ইউনিসেফের অপর গবেষণায় দেখা গেছে ৬০-৭০ শতাংশ শিশু-কিশোর ভাত খাওয়ার আগে ও প্রাকৃতিক কাজ সম্পাদনের পর হাত ধুতে অনুপ্রাণিত হয়েছে। এদের মধ্যে ১০-১৭ শতাংশ শিশু-কিশোর বিশ্বাস করে খাওয়ার আগে হাত ধোয়ার কারণে তারা কম রোগাক্রান্ত হচ্ছে।

যৌতুক প্রথা বিলোপ ও লিঙ্গ বৈষম্য বিলোপে মীনা : মীনার কার্টুনে তার বক্তব্য দিয়ে 'মেয়েদের যত্ন নাও', 'যৌতুক বন্ধ কর', 'ছেলে ও মেয়ে উভয় সমান' প্রভৃতি অধিকারের প্রশ্নে সমাজে সচেতনতা এনেছে। ইউনিসেফের পরিসংখ্যান মতে দেশের ৩০-৪১ শতাংশ শিশুর ৮৪-৮৬ শতাংশ বন্ধু/ভাইবোন মীনার কাজকর্ম দেখে আচরণ ও মানসিকতা পরিবর্তন করেছে। এ প্রসঙ্গে নিউ ইস্কাটনের গৃহবধূ নুরুন্নাহার খান লীনা সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'মীনার কার্টুন দেখার পর হতে আমার ছেলে ও মেয়ে যে কোনো ব্যাপারে সমান সমান ভাগ চায়। মীনার কার্টুন মেয়েদের সমান ভাগ চাওয়ার সৎসাহস যুগিয়েছে।'

ব্যাপক জনপ্রিয়তায় মীনা : মীনা এ দেশে ব্যাপক জনপ্রিয় এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। আমাদের কৃষি প্রধান দেশের এক তৃতীয়াংশ গ্রামীণ শিশু-কিশোর টেলিভিশনে নিয়মিত মীনা সিরিজের দর্শক। আবার শহরের প্রায় অর্ধেক শিশু-কিশোর নিয়মিত দর্শক। এক জরিপে দেখা গেছে, দেশের ৮৫-৯১ শতাংশ শিশু বলেছে তারা তাদের কাজগুলো মীনার মতো করতে চায়। এর বাইরে ভিন্ন মতও রয়েছে।

প্রচারাভিযানে মীনা : মীনাকে জনপ্রিয় করার জন্য প্রচারাভিযানের কমতি ছিল না। রিকশার পিছনে, বাড়ির দেয়ালে, স্কুলের ব্যাগ, খাতা-কলম সব জায়গায় মীনা ছিল। মীনার পরিচিতির জন্য সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সারাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মীনা কার্টুনের প্রতি পর্বের বই পৌঁছে দেয়া হয়।

খেলোয়াড় মীনা : খেলাধুলা শুধু পুরুষের জন্যই নয়, মেয়েদেরও। এ চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য 'ফেয়ার প্লে ফর গার্লস' নতুন পর্বে মীনা ও গ্রামের মেয়েরা ক্রিকেট ম্যাচে অংশ নেয়। প্রথমে রাজি না হলেও গ্রামের মেয়েরা বাংলাদেশ বেতারের ঘোষণা শুনে খেলতে রাজি হয়। এটায় মীনার বর্তমান পর্ব।

পিছিয়ে পড়া নারী সমাজকে জাগরিত করার জন্য মীনার মাধ্যমে ইউনিসেফের যে প্রচেষ্টা তা অবশ্যই সফল হবে। মীনার চিন্তাধারায় এ দেশের নারী সমাজ একদিন পূর্ণাঙ্গভাবে জেগে উঠবে।

চুয়াডাঙ্গায় মীনা মেলার উদ্বোধন করছেন জেলা প্রশাসক মো: মইনুল হক